"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৬৩.২৩.০১৩.১৮- ২৪ তারিখঃ ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯খ্রিঃ।

বিষয় : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস -২০১৯ উদযাপন সংক্রান্ত।

সূত্র : (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪০.২৩.০০১.১৮-১২১, তারিখ : ৩১ জানুয়ারী, ২০১৯খ্রি:।
(২) সংস্কৃতি বিষয় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১১৪.১৯.৭৪, তারিখ: ২১ জানুয়ারী, ২০১৯খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

০৬/২/১৯
(প্রকৌ: মো: খুরশিদ আলম)
সহকারী পরিচালক

বিতরণ :

১-৫ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ।

৬-৫৫ । অধ্যক্ষ, ... পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস/বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট/ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী/ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।

৫৬-১১৯ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ...

১২০-১২৩ । আঞ্চলিক পরিদর্শক, আঞ্চলিক পরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা।

১২৪ । প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি :

১-৫ । পরিচালক (পিআইডব্লিউ/প্রশাসন/পরিঃ ও উন্নঃ/ভোকেশনাল/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬ । সিনিয়র সহকারী সচিব (অ: ও প্র:), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৭ । ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ICT সেল (পত্রখানা জরুরী ভিত্তিতে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৮ । মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৯ । নথি।

১২৭

অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন ও অর্থ)
www.tmed.gov.bd.

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪০.২৩.০০১.১৮-১২১

তারিখঃ ১৮ মাঘ, ১৪২৫ / ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯

বিষয়ঃ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত।

সূত্র: সংস্কৃতি বিষয় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১১৪.১৯.৭৪; তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকে সংস্কৃতি বিষয় মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের সংলগ্নীসহ কপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)। সভার কার্যবিবরণীর (সংলগ্নী) ক্রমিক নং-১, ২ ও ২৩ কলামে বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পাতা।

৩১/১/২০১৯

(এ. কে. এম. লুৎফর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্র. ও অর্থ)
☎: ৪১০৫০১২৮
lutfor.sasict2@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।
৫. পরিচালক (যুগ্মসচিব), জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
৬. অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট (বিএমটিটিআই), বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

অনুলিপিঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্র. ও উন্নয়ন) -এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
www.moca.gov.bd
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১১৪.১৯.৭৪

তারিখ: ৮ মাঘ ১৪২৫
২১ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি'র সভাপতিত্বে গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ এক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভার কার্যবিবরণীর কর্মসূচি নং-১ ও ২ অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিবরণী একপ্রস্থ সংযুক্ত।

২১-১-২০১৯
টি এম মুছা তালুকদার
সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮-০২-৯৫১৪১৬০
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৫

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১১৪.১৯.৭৪/১

তারিখ: ৮ মাঘ ১৪২৫
২১ জানুয়ারি ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২১-১-২০১৯
টি এম মুছা তালুকদার
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.moca.gov.bd)

'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব কে এম খালিদ এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার হল।
সভার তারিখ ও সময়	:	১৫ জানুয়ারি ২০১৯, বিকাল ৪.০০টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব রোকসানা মালেক এনডিসি অবহিত করেন, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি কর্মসূচিসমূহ উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ইলিয়াস'কে অনুরোধ জানালে তিনি 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০১৯ এর খসড়া কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাসস, সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভবনসমূহ স্ব স্ব উদ্যোগে।
২.	যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহও যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে সে বিষয়ে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
৩.	জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার/কর্মচারী পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিভি ও বেসরকারি চ্যানেল, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এস.এস.এফ, র‍্যাব, গণপূর্ত আরবারি কালচার বিভাগ
	(ক) একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, যাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে শহীদ মিনারে উপস্থিত হতে পারেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কখন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এস.এস.এফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর VIP ব্যক্তিবর্গ, ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গ, একুশে উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ধারাক্রম নির্ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করতে হবে। প্রণীত ধারাক্রমটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। (গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন VVIP, VIP ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অতিরিক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও ত্রিশ মিনিট নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে। (ঘ) ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে। বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিগণের গাড়ী পার্কিং-এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে প্রথম সারিতে স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে। (ঙ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ যাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখে, সে বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। (চ) শহীদ মিনারে অর্পিত ফুলগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও বিএনসিসি সদস্যবৃন্দের সহায়তায় একুশ ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ যথানিয়মে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ/ র‍্যাব
৭.	সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিও চ্যানেল এবং কমিউনিটি রেডিওসমূহ একুশের অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের ভুল নাম উচ্চারণ করা হয়। ভাষা শহীদদের সঠিক নাম উচ্চারণের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। মোনাজাতের উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করতে হবে এবং দোয়া অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ তথ্য অধিদপ্তর/বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার/ সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল / বেতার/কমিউনিটি রেডিও
৮.	বাংলা একাডেমি চত্বরে অনুষ্ঠেয় একুশে বইমেলার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থা বিশেষত: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‍্যাব প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। বইমেলায় প্রবেশের জন্য আর্চওয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ বাংলা একাডেমি
৯.	'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০১৯ উপলক্ষে ঢাকা শহরের নিম্নোক্ত সড়ক দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য দেশের বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করতে হবে: (ক) হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ। (খ) জিরো পয়েন্ট থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ। (গ) সচিবালয়সহ জিপিও মোড় ও বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট। (ঘ) হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সড়ক দ্বীপসমূহ। (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ। (চ) শাপলা চত্বর, মতিঝিল। (ছ) শহীদ মিনার থেকে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ। (জ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও কার্জন হল সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপসমূহ। (ঝ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখের সড়ক দ্বীপসমূহ। (ঞ) ঢাকা শহরের প্রবেশমুখসমূহ। (ট) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঠ) বঙ্গভবন সড়কদ্বীপ হয়ে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষাভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক ও আজিমপুর কবরস্থানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জেনারেটর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিডিবি, ডিপিডিসি ও গণপূর্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জেনারেটর প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবে। একই সাথে বইমেলা উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব দিকে স্থাপিতব্য প্রবেশ ও নির্গমণ পথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। প্রয়োজনে এলইডি লাইট স্থাপন করতে হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), পিডিবি, গণপূর্ত অধিদপ্তর,
১১.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় একটি ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
১২.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে ও দিনে শহীদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ভীড় নিয়ন্ত্রণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগ ও র‍্যাবকে এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, র‍্যাব
১৩.	একুশে ফেব্রুয়ারি দিনে শহীদ মিনার এলাকার আশে পাশে বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত পরিমানে ঢাকা ওয়াসা বিশুদ্ধ ও দূর্গন্ধমুক্ত পানি সরবরাহ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পানি সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানির জারও বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করতে হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বাংলা একাডেমি, যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান)
১৪.	জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহীদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিভিল সার্জন, ঢাকা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
১৫.	শহীদ মিনার এলাকার আশে পাশে ধুলোবালি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শাহাবাগ হতে টিএসসি, পলাশী হতে আজিমপুর চৌরাস্তা হয়ে আজিমপুর গোরস্তান এবং টিএসসি হতে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত রাস্তা জরুরিভিত্তিতে মেরামত/ সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীনতার স্তম্ভ সংলগ্ন রিজার্ভারের পানি শোধন করতে হবে।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা
১৬.	আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরানখানির আয়োজন এবং ভাষা শহীদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। প্রার্থনার সময় ভাষা শহীদদের সঠিক নাম ব্যবহার করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
১৭.	শহীদ মিনারের আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ১২টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ৫টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে সকল টয়লেট রয়েছে তা গণপূর্ত অধিদপ্তর মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করবে। প্রয়োজনে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মানসম্পন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। টয়লেটসমূহ পরিষ্কার রাখার জন্য সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৯.	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
২০.	জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০১৯ উদ্‌যাপন।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২১.	'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
২২.	'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচি :	
	(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আলোচনাক্রমে সময় নির্ধারণ করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, এসবি, র‍্যাব
	(খ) গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন : বাংলা একাডেমিতে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করবে। মেলা স্থলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আর্চওয়ে স্থাপন করতে হবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বইমেলা একুশের বইমেলার মাস বাদ দিয়ে পরবর্তী সময়ে করতে পারে।	বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
	(গ) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
	(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থল ও জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও Autistic Children-দের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
	(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রামান্য নিদর্শন প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং সেমিনার আয়োজন।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
	(চ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(ছ) ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাংগামাটি, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি (বিরিশিরি) নেত্রকোনা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
২৩.	<u>জেলা সদর ও উপজেলা সদরের কর্মসূচি :</u> সকল জেলা ও উপজেলা সদরে জেলা/উপজেলা প্রশাসন যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যে সকল উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সে সকল উপজেলা প্রশাসন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

<u>বিবিধ:</u>

০১। 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০১৯ উদ্‌যাপনের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয়ের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করতে হবে;

০২। মেলা প্রাঙ্গনের বাইরে খাবারের স্টল দেয়া যাবে। তবে এসব স্টলের খাবারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;

০৩। মেট্রোরেলের কাজের জন্য খননকৃত রাস্তা কার্পেটিং করার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে পত্র দিতে হবে। মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠান শাখা থেকে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে;

পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০.১.১৯

কে এম খালিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়